গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৬ (রেল অপারেশন) অধিশাখা
www.mor.gov.bd

নং ৫৪.০০.০০০০.০৪১.১৮.০০২.১৮-৩৪৪

তারিখ : ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৮
১৪ ডিসেম্বর ২০২১

বিষয়: কৃষি সেচ মৌসুমে দেশব্যাপী অবস্থিত রেলহেড ডিপোসমুহে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি তেল প্রেরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেল ওয়াগন/র‍্যাক সরবরাহ এবং জ্বালানি তেলবাহী রেল ওয়াগন দুর্ঘটনারোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে, কৃষি সেচ মৌসুমে দেশব্যাপী অবস্থিত রেলহেড ডিপোসমূহে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি তেল প্রেরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেল ওয়াগন/র‍্যাক সরবরাহ এবং জ্বালানি তেলবাহী রেল ওয়াগন দুর্ঘটনারোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৬/১২/২০২১ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মোতাবেক (৭ পৃষ্ঠা)

১৪/১২/২০২১
(আ.স.ম. আশরাফুল আলম)
উপসচিব
☎ +৮৮০২৪১০৫০২৪৪
admin6@mor.gov.bd

বিতরণ: (জেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বিএসসি ভবন, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম।
৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৫। যুগ্মসচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৬। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস/অপারেশন/এমএন্ডসিপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৭। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
৮। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
৯। বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক (ঢাকা/চট্টগ্রাম/পাকশী/লালমনিরহাট), বাংলাদেশ রেলওয়ে ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ পাকশী/লালমনিরহাট।

অনুলিপি (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (বর্ণিত কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৬ (রেল অপারেশন) অধিশাখা
www.mor.gov.bd

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বিষয়: কৃষি সেচ মৌসুমে দেশব্যাপী অবস্থিত রেলহেড ডিপোসমূহে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি তেল প্রেরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেল ওয়াগন/র‌্যাক সরবরাহ এবং জ্বালানি তেলবাহী রেল ওয়াগন দুর্ঘটনারোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মো: সেলিম রেজা সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ	:	০৬ ডিসেম্বর, ২০২১
সময়	:	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	সভাকক্ষ (কক্ষ নং ৯৩০), রেলপথ মন্ত্রণালয়

০১। **সভার উপস্থিতি:**

সভায় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবগণ, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের যুগ্মসচিব, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক, মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন/ এমএন্ডসিপি), পদ্মা অয়েল কো.লি:, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লি: ও যমুনা অয়েল কো.লি: এর এমডিগণ এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন । সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে সংযুক্ত করা হলো।

০২। **প্রারম্ভিক আলোচনা:**

২.১ সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। পরিচয় পর্বশেষে তিনি বলেন কৃষি সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন তেল সরবরাহ জাতীয় পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ জ্বালানি তেল নদী ও সড়ক পথে পরিবহন ছাড়াও রেলপথে দেশের বিভিন্ন ডিপোসমূহে পরিবহন করা হয়ে থাকে। কৃষি সেচ মৌসুমে রেলপথের মাধ্যমে তেল পরিবহনে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ সমস্যাগুলো সমাধান করাই হচ্ছে অদ্যকার সভার মূল উদ্দেশ্য। পরবর্তীতে তিনি উপসচিব (প্রশাসন-৬) কে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করার অনুরোধ জানান ।

২.২ সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-৬) সভায় জানান কৃষি সেচ মৌসুম হচ্ছে নভেম্বর হতে মে পর্যন্ত । পিডিবি ও বিপিসি'র চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল পরিবহনে বাংলাদেশ রেলওয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। জ্বালানি তেলের মোট ব্যবহারের প্রায় ৭৩% ডিজেল এবং তার প্রায় ২১% কৃষিখাতে অর্থাৎ গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, এলএলপি, পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর ইত্যাদিতে ব্যবহার হয়ে থাকে। সারা দেশে বছরে ৮৪% নৌপথে, সড়ক এবং রেলপথে বাকী ১৬% তেল দেশব্যাপী বিভিন্ন ডিপোতে পরিবহন করা হয়ে থাকে। দেশে সারা বছরে ডিজেল ও লুব ওয়েলের চাহিদা প্রায় ২০.০১ লক্ষ মেট্রিক টন (ডিজেল ১৯.০১ লক্ষ মেট্রিক টন ও লুব ওয়েল ০.৫১ লক্ষ মেট্রিক টন)। দেশের উত্তরাঞ্চলে জ্বালানি তেলের প্রধান নৌ-ভিত্তিক ডিপো বাঘাবাড়ীতে শুষ্ক মৌসুমে যমুনা নদীর নাব্যতা সংকট দেখা দেয়। ফলে তেলবাহী ট্যাংকার চলাচল বিঘ্নিত হয়। যমুনা নদীর নাব্যতা সংকটের কারণে কৃষি সেচ মৌসুমে এ ডিপো হতে চাহিদা অনুযায়ী ডিজেল সরবরাহ অব্যাহত রাখতে বিপিসিকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। তিনি চাহিদা অনুযায়ী তেল পরিবহনে ওয়াগনের স্বল্পতা এবং রেলপথে তেল পরিবহনে দুর্ঘটনাজনিত কারণে তেলের অপচয়ের বিষয়ে সমস্যা এবং তা সমাধানের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

২.৩ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন জানান জ্বালানি তেল পরিবহনে রেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষি সেচ মৌসুমে রেলপথের মাধ্যমে জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ রেলওয়ে ও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর মধ্যে কিছু ইস্যু রয়েছে যা সমাধানে অদ্যকার সভাটি অত্যন্ত জরুরি বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। এছাড়াও তিনি দুর্ঘটনাজনিত কারণে তেল অপচয় হওয়ার আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও অডিট আপত্তির বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা প্রয়োজন বলে

২.৪ যমুনা ওয়েল কোম্পানি লি: এর এমডি জানান পূর্বে সিলেট রুটে তেল পরিবহনে ২৪টি ওয়াগন সংযোজন করা হতো বর্তমানে ১৫টি ওয়াগন সংযোজন করা হচ্ছে। তিনি সিলেট রুটে ওয়াগন সংখ্যা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

২.৫ মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম জানান, বর্তমানে কারিগরি ও দুর্ঘটনারোধে ১৫টির বেশী ওয়াগন সংযোজন করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি আরো বলেন বর্তমানে সিলেট রুটে ২৪ ওয়াগনের পরিবর্তে ১৫টি ওয়াগন চালানো হচ্ছে। কারণ মাইজগাঁও এর পর হতে ঢালু রেলপথ থাকায় লোকমোটিভ সঠিকভাবে চালানো সম্ভব হয় না, এতে প্রায়শ ঐ এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। এছাড়া শুক্রবার লোডিং পয়েন্ট বন্ধ থাকায় কাজে সমস্যা হয়ে থাকে । এ মৌসুমে সপ্তাহে ৭ দিন কাজ করলে তেল পরিবহনে সমস্যা হবে না বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কতটুকু জ্বালানি পরিবহন করতে হবে এবং কতগুলো ওয়াগন লাগবে তার চাহিদা আগে প্রেরণ করা হলে বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষে প্রস্তুতি নেয়া সহজ হবে।

২.৬ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের যুগ্মসচিব জ্বালানি তেলের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করতে ওয়াগনের সংখ্যা বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন।

২.৭ সিসিএম (পূর্ব) বলেন, চট্টগ্রাম হতে ৩০টি ওয়াগন আখাউড়া পর্যন্ত আনা যাবে এবং আখাউড়া হতে ১৫টি করে দুভাগে সিলেটে ওয়াগনগুলো আনা যেতে পারে, এতে দুর্ঘটনা এড়ানো যেতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

২.৮ অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান, প্রতি বছর কৃষি সেচ মৌসুমের শুরুতে সুষ্ঠুভাবে জ্বালানি পরিবহনের জন্য রেল ও পেট্রোয়িয়াম কর্পোরেশনের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে দুই জোন পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়। তারা বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করে ওয়াগন পরিচালনার কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

২.৯ সভাপতি কৃষি সেচ মৌসুমে জ্বালানি পরিবহনের বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। আলোচনায় বিভিন্ন সমস্যাগুলো উঠে এসেছে, এ সমস্যাগুলো সমাধানে এ সভায় সকলে মিলে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে কৃষি সেচ মৌসুমে রেলের মাধ্যমে তেলের সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অব্যাহত থাকবে বলে সভাপতি মহোদয় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

০৩। সভার বিষয়, বিস্তারিত আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

ক্র. নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন দায়িত্ব
৩.১	**রেলের মাধ্যমে তেল পরিবহনের চাহিদা:** সেচ মৌসুমে রেলের মাধ্যমে তেল পরিবহনের চাহিদা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ১ (এক) মাস পূর্বে বাংলাদেশ রেলওয়েকে জানানোর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কি পরিমাণ তেল রেলের মাধ্যমে পরিবহন করবে তার চাহিদা বিস্তারিতভাবে ১ (এক) মাস পূর্বে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/ পশ্চিম) কে জানাতে হবে।	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে
৩.২	**পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের সাইট অফিসসমূহ সপ্তাহে ৭দিন ২৪ ঘন্টা অর্থাৎ ২৪/৭ খোলা রাখা:** কৃষি সেচ মৌসুমে যাতে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি তেল সরবরাহের লক্ষ্যে পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সাইড অফিসসমূহ সপ্তাহে ৭দিন ২৪ ঘন্টা অর্থাৎ ২৪/৭ খোলা রাখার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সপ্তাহে ৭দিন ২৪ ঘন্টা অর্থাৎ ২৪/৭ খোলা রাখার বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।	কৃষি সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি তেল সরবরাহের লক্ষ্যে পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সাইড অফিসসমূহ সপ্তাহে ৭দিন ২৪ ঘন্টা অর্থাৎ ২৪/৭ খোলা রাখতে হবে।	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে
৩.৩	**যৌথ কমিটি গঠন :** সেচ মৌসুমে কৃষিখাতে তেল সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে রেলওয়ের পূর্ব পশ্চিম জোনে দু'টি কমিটি গঠন ও কমিটির কার্যপরিধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সেচ মৌসুমে কৃষিখাতে তেল সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে রেলওয়ের পূর্ব পশ্চিম জোনে নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে দু'টি কমিটি গঠন করা হলো:	বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম

কমিটির গঠন (পূর্ব):

ক্র: নং	পদবি ও কর্মস্থল	মন্তব্য
১.	মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব)	আহবায়ক
২.	জনাব মো: জাকির হোসেন, এডিশনাল সিওপিএস (পূর্ব)	সদস্য
৩.	জনাব মোস্তফা জাকির হাসন, এডিশনাল সিএমই (পূর্ব)	সদস্য
৪.	জনাব জি এ এ মুঈদ, উপ মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন), জেওসিএল, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন	সদস্য
৫.	জনাব মো: মফিজুর রহমান,উপ মহাব্যবস্থাপক, এমপিএল, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন	সদস্য

কমিটির কার্যপরিধি:

(১) উক্ত কমিটি প্রতি বছর সেচ মৌসুমে রেল এর মাধ্যমে জ্বালানি তেল সরবরাহের যে সকল সমস্যা সৃষ্টি হয় তা চিহ্নিত করে জ্বালানি তেল পরিবহনের পূর্বই সমাধান করবেন;

(২) দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য জ্বালানি তেল পরিবহনে কি পরিমাণ Bogie Tanker Oil (BTO) ওয়াগন লাগবে এবং তার লোড কি পরিমাণ হবে তা নির্ধারণ করবে;

(৩) দুর্ঘটনা প্রবণ এলাকাগুলোতে সমন্বয়ের মাধ্যমে তেল সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৪) চাহিদা অনুযায়ী তেল সরবরাহের সকল প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(৫) কোন তেলবাহী ট্যাংকারের যদি অতিরিক্ত BTO ওয়াগন লাগানোর প্রয়োজন হয় তবে তা পরীক্ষা করে সংযোজন বা বিয়োজনের আদেশ দিবেন।

(৬) সেচ মৌসুমে জ্বালানি তেল পরিবহনে উদ্ভূত সকল প্রকার খুঁটিনাটি সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করবেন;

(৭) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

কমিটির গঠন (পশ্চিম):

ক্র: নং	পদবি ও কর্মস্থল	মন্তব্য
১.	মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম)	আহবায়ক
২.	জনাব মো: আবদুল আওয়াল, এডিশনাল সিওপিএস (পূর্ব)	সদস্য
৩.	জনাব গৌতম কুন্ড, ডেপুটি সিসিএম (পশ্চিম)	সদস্য
৪.	জনাব হারিস আহমেদ সরকার, সহকারী মহাব্যবস্থাপক (বিক্রয়), পিওসিএল, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন।	সদস্য
৫.	জনাব মো: মোশারফ হোসেন, ব্যবস্থাপক (অপারেশন), এমপিএল, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন।	সদস্য

কমিটির কার্যপরিধি:

(১) উক্ত কমিটি প্রতি বছর সেচ মৌসুমে রেল এর মাধ্যমে জ্বালানি তেল সরবরাহের যে সকল সমস্যা সৃষ্টি হয় তা চিহ্নিত করে জ্বালানি তেল পরিবহনের পূর্বেই সমাধান করবেন;

(২) দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য জ্বালানি তেল পরিবহনে কি পরিমাণ BTO ওয়াগন লাগবে এবং তার লোড কি পরিমাণ হবে তা নির্ধারণ করবে;

(৩) দুর্ঘটনা প্রবণ এলাকাগুলোতে সমন্বয়ের মাধ্যমে তেল সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৪) চাহিদা অনুযায়ী তেল সরবরাহের সকল প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(৫) কোন তেলবাহী ট্যাংকারের যদি অতিরিক্ত BTO ওয়াগন লাগানোর প্রয়োজন হয় তবে তা পরীক্ষা করে সংযোজন বা বিয়োজনের আদেশ দিবেন।

(৬) সেচ মৌসুমে জ্বালানি তেল পরিবহনে উদ্ভূত সকল প্রকার খুঁটিনাটি সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করবেন;

(৭) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

৩.৪	**আর্থিক ক্ষতিপূরণ:** তেলবাহী ওয়াগন লাইনচ্যুত হয়ে মূল্যবান তেল নষ্ট হয়ে থাকে। এতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতির বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	চীফ কর্মাশিয়াল ম্যানেজার (পূর্ব/পশ্চিম) আলাদা সভা করে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কত টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাবে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রতিবেদন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের মাধ্যমে আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।	বাংলাদেশ রেলওয়ে

৩.৫	**জনবল:** সিসিএম (পশ্চিম) সভাকে জানান তেলবাহী লোকমোটিভ চলানোর মাস্টার এবং খালাসী স্বল্পতা রয়েছে।বর্তমান চুক্তি ভিত্তিতে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং কয়েকদিনের মধ্যে তাদের চুক্তি মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। চাহিদা অনুযায়ী লোকো মাস্টার ও খালাসী পাওয়া গেলে তেল পরিবহনে কোন অসুবিধা হবে না বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।	তেল পরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় লোকো মাস্টার ও খালাসী চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	সিসিএম (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে

০৪। পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মো: সেলিম রেজা)
সচিব
রেলপথ মন্ত্রণালয়

সভার বিষয় ঃ **কৃষি সেচ মৌসুমে দেশব্যাপী অবস্থিত রেলহেড ডিপোসমুহে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি তেল প্রেরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেল ওয়াগন/র‍্যাক সরবরাহ এবং জ্বালানি তেলবাহী রেল ওয়াগন দুর্ঘটনারোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা।**

সভার সভাপতি ঃ জনাব মো: সেলিম রেজা, সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

সভার তারিখ, সময় ও স্থান ঃ ০৬ ডিসেম্বর, ২০২১; সকাল ১১:০০ ঘটিকায়; সভাকক্ষ, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা:

রেলপথ মন্ত্রণালয় :

ক্রমিক	নাম ও পদবি	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর
০১।	জনাব মো: হাবিবুর রহমান অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা)	রেলপথ মন্ত্রণালয়	০১৭১-১৬৯১১৫৯
০২।	জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষণ)	রেলপথ মন্ত্রণালয়	০১৭১-১৬৯১৬৭০
০৩।	জনাব প্রনব কুমার ঘোষ অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি)	রেলপথ মন্ত্রণালয়	০১৭১-১৬৯১৬৬০
০৪।	জনাব জালাল উদ্দিন আহম্মেদ যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)	রেলপথ মন্ত্রণালয়	০১৭১-৯৩৫৯৯৬৪২
০৫।	জনাব আ.স.ম আশরাফুল আলম উপসচিব (প্রশাসন-৬) অধিশাখা	রেলপথ মন্ত্রণালয়	০১৭৫-১৫০০৪৬৪৬
০৬।	জনাব মীর আলমগীর হোসেন উপসচিব (প্রশাসন-৪) অধিশাখা	রেলপথ মন্ত্রণালয়	০১৭৫-৫৫০০৪৭৫
০৭।	জনাব মুহাম্মদ মাহবুবুল হক উপসচিব (সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব)	রেলপথ মন্ত্রণালয়	০১৭৫-৫৫০০৪৭০

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও তার অধিনস্ত দপ্তরসমূহ :

ক্রমিক	নাম ও পদবি	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর
০১।	জনাব এ বি এম আজাদ চেয়ারম্যান (সচিব)	বিপিসি	০১৭৬-১১৮৭৬২০
০২।	ড. মহ. শের আলী যুগ্ম সচিব	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	০১৭১-১৫৭১০৬৯
০৩।	জনাব খালিদ আহম্মেদ পরিচালক (বিপনন), বিপিসি	বিপিসি	০১৭১-৫০১১৬৯৫
০৪।	জনাব মো: গিয়াস উদ্দিন আনচারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক	যমুনা অয়েল কোম্পানি লি:	০১৭১-৩৩৯৬৯০০
০৫।	জনাব মো: মাসুদুর রহমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক	পদ্মা অয়েল কোম্পানি লি:	০১৭১-১৪৩৩৩৮৪
০৬।	জনাব মীর ছাইফুল্লাহ-আল-খালেদ ব্যবস্থাপনা পরিচালক	মেঘনা পেট্রোলিয়াম লি:	০১৭১-১৪৩৩৭০৩
০৭।	জনাব মুহাম্মদ মোরশেদ হোসাইন আজাদ উপ-মহাব্যবস্থাপক (মার্কেটিং)	বিপিসি	০১৭১-৩৭৫৫৩৭৫

বাংলাদেশ রেলওয়ে:

ক্রমিক	নাম ও পদবি	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর
০১।	জনাব ধীরেন্দ্র নাথ মজুমদার মহাপরিচালক	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০১৭১-১৫০৫৩৮৩
০২।	জনাব সরদার সাহাদাত আলী এডিজি (অপারেশন)	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০১৭১-১৫০৫৩১০
০৩।	জনাব এ কে এম আব্দুল্লাহ আল বাকী এডিজি (এমএন্ডসিপি)	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০১৭১-১৫০৫৩০৪
০৪।	জনাব মো: জাহাঙ্গীর হোসেন মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব), চট্টগ্রাম	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০১৭১-১৫০৫৩০৮
০৫।	জনাব মিহির কান্তি গুহ মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম), রাজশাহী	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০১৭১-১৫০৫৩০৯
০৬।	জনাব মৃণাল কান্তি বনিক যুগ্ম-মহাপরিচালক	বাংলাদেশ রেলওয়ে	-
০৭।	জনাব মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পূর্ব) বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০১৭১১-৫০৬১১৪
০৮।	জনাব মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ ভুঁঞা চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০১৭১১-৫০৬১১৫
০৯।	জনাব সাদেকুর রহমান বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক, ঢাকা	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০১৭১১-৫০৬১৩৭
১০।	জনাব তারেক মোহাম্মদ সামছ তুষার বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক, চট্টগ্রাম	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০১৭১১-৫০৬১৩৮
১১।	জনাব মো: শাহীদুল ইসলাম বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক, পাকশী	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০১৭১১-৫০৬১৩০
১২।	শাহ সুফী নুর মোহাম্মদ বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক, লালমনিরহাট	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০১৭১১-৫০৬১৩৬
১৩।	জনাব মো: বোরহান উদ্দিন চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (পূর্ব)	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০১৭১১-৫০৬১১০
১৪।	জনাব মো: মহিউদ্দিন আরিফ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০১৭১১-৬৯১৫২৯
১৫।	জনাব মো: শহিদুল ইসলাম সিওপিএস (পশ্চিম)	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০১৭১১-৫০৬১০৮
১৬।	জনাব এ.এম সালাহ উদ্দীন সিওপিএস (পূর্ব)	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০১৭১১-৫০৬১০৯